গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন

বিষয় :

<u>বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক আইন ২০২১ প্রণয়নের ধারণাপত্র, আইন কমিশনের সুপারিশ ও বিলের খসড়া:</u>

<u>রিপোর্ট নম্বর :১৫৯</u>

৩১ ডিসেম্বর, ২০২০

আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৫৮৮৭১৪
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক আইন ২০২১ প্রণয়নের ধারণাপত্র, আইন কমিশনের সুপারিশ ও বিলের খসড়া:

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমা রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ১৯০৪ সনে কৃষকদের সহজ শর্তে কৃষি ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে উপমহাদেশে সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে " ইস্ট পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লি." প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে ১৯৭৮ সনে ব্যাংকের উপ-আইন সংশোধনপূর্বক ' বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি.' নামকরণ করা হয় । প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ব্যাংকটি সমবায় আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের সমবায় খাতের শীর্ষ অর্থ সরবরাহকারী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে সীমিত আকারে কাজ করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বালাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর সংস্কার ও পুনর্গঠণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের স্মারক নং ৪৭.০৬১.০০০০.০২৭.০২৮.০০৪.১৭(১৩ তম খন্ড) -২৪; তারিখ : ২৭-০১-২০১৯ মূলে ০৯(নয়) সদস্যবিশিষ্ট একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করেছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর পক্ষ থেকে আইন কমিশন বরাবর বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. কে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে রূপান্তর করা এবং ব্যাংকের কার্যক্রমে সমবায় বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে সকল প্রকার ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন সংশোধন করে অথবা নতুন আইনের খসড়া প্রস্তুত করে ব্যাংককে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

মূলত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর বিগত ০৫/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখের স্মারক নং ৪৭.৬৮.০০০০.০০৯.২৫.০০৩.১৭/৩৮৪৬ (৪) দ্বারা অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইন কমিশন তার দশম দ্বিবার্ষিক

কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর আওতায় "বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড আইন, ২০২০" প্রণয়নের লক্ষ্যে আইনের খসড়াসহ প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য গবেষণা কাজ হাতে নেয়।

২. প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা:

স্বাধীনতার পর হতে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. কে পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে 'সম্পদের মালিকানার নীতিতে' 'সমবায়ী মালিকানাকে' অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমবায়ীদের সম্পদের মালিকানা নিশ্চিতকরণ, সম্ভাবনাময় সমবায় কার্যক্রমের উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে সমবায় পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্তকরণ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমবায় ভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জাতীয় অর্থনীতিতে সমবায় খাতের অবদান বৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পদের সুষম বন্টন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে সমবায় খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমান সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ও উহার সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকসমূহের সংস্কারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১, ৯২,০২০ টি সমবায় সমিতি রয়েছে যার ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা হলো ১,১৫,০৯,৮২৫ জন। এই সকল সমবায় সমিতিতে বেতনভুক্ত কর্মচারির সংখ্যা প্রায় ৯,৫৩,৪২৭ জন। যেহেতু দেশের মোট জনগোষ্ঠির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু সমবায় খাতের শীর্ষ অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর প্রয়োজনীয় সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগী করে তোলার মাধ্যমে এই বিপুল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব।

৩. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক সংক্রান্ত আইনের বর্তমান অবস্থা ও সীমাবদ্ধতা:

বর্তমান বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. মূলত বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানের একটি অঙ্গ সংস্থা হিসেবে বিদ্যমান। প্রতিষ্ঠাকালীন ব্যাংকের নিবন্ধন নং ছিল ৩, তারিখ ৩১-০৩-১৯৪৮ খ্রি.। পরবর্তীতে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ জারী হওয়ার পর ব্যাংকটির উপ- আইন ২০০৫ সনে সংশোধিত আকারে নিবন্ধন করা হয়, যার নিবন্ধন নং ০১ বি, তারিখ ০৯-০৩-২০০৫ খ্রি.। সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং ব্যাংকের নিবন্ধিত উপ- আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. সমবায় সমিতিসমূহ ও অন্যান্য সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সীমিত আকারে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হলেও ব্যাংকটি ক্লিয়ারিং হাউজের সদস্য। উল্লেখ্য যে, ২০০০ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিশেষায়িত ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ছিল, কিন্তু ২০০১ সাল হতে এই ব্যাংকটিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনায় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়:

ক. ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম প্রণালী সংক্রান্ত কোন সুনির্দিষ্ট বিধান বিদ্যমান আইন ও বিধিতে উল্লেখ নাই;

খ. বর্তমান আইন ও বিধিতে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যবস্থার কোন উল্লেখ নাই;

গ. ব্যাংকের কাঠামোগত বিন্যাসের উল্লেখ নাই;

ঘ. ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন বিধান নাই।

২০০৫ সালের উপ-আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যা সমগ্র বাংলাদেশে সমবায় ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্য পূরণে একেবারেই অপ্রতুল ও বাস্তবে অকার্যকর। এইরূপ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের কার্যক্রম খুবই সীমিত আকারে পরিচালিত হচ্ছে।

৪. গবেষনা পদ্ধতি:

আইন কমিশন '***বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড আইন, ২০২০***' এর প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন এর সাথে সম্পর্কিত দেশের নিম্নোক্ত প্রচলিত আইনসমূহ পর্যালোচনা করেছে :-

ক. সমবায় সমিতি আইন,২০০১;

খ. সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪;

গ. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. উপ-আইন, ২০০৫;

ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত "GUIDELINES TO ESTABLISH A BANKING COMPANY IN BANGLADESH;

ঙ. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত);

চ. কোম্পানী আইন, ১৯৯৪;

ছ. Bangladesh Banks Nationalisation Order, 1972 (P.O 26 of 1972)

তাছাড়া, এ সংক্রান্তে আইন কমিশন বিভিন্ন বিশেষায়িত এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক সংক্রান্ত নিম্নোক্ত আইনসমূহ তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছে -

ক. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আইন, ২০১৪;

খ. গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩;

গ. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০;

ঘ. কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮;

ঙ. আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ১৯৯৫

সমবায় ব্যাংক সংক্রান্তে গবেষণাকর্মের অংশ হিসেবে দেশে ও বিদেশে শিক্ষাসফর (Study Tour) খুবই জরুরী ছিল এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু কোভিড - ১৯ মহামারীর অনিবার্য কারণে শিক্ষা সফর বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। ফলশ্রুতিতে, যতদূর সম্ভব ভারত, ফিলিপাইন, মালেয়শিয়া, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার সমবায় ব্যাংক সংক্র্যান্তে আইনসমূহ তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি.'কে সমবায় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে আইন কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোকপাত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে চিহ্নিত করে:

ক. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত সমবায় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কোন আইনি পরিকাঠামোয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিবন্ধন বা লাইসেন্স পেতে পারে কি?

খ. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে রূপান্তরিত হলে ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কে হবে?
গ. বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন সংশোধন কোন আইনি পরিকাঠামোয় করা হলে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর সংস্কার ও পুনর্গঠনের সার্বিক লক্ষ্য অর্জিত হবে ?
এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করার পর আইন কমিশন প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাংলাদেশের ব্যাংকিং অঙ্গনের গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মতামত সংগ্রহ করেছে এবং উপযুক্ত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত নিম্নের তিনটি আইনি পরিকাঠামো পর্যালোচনা করা প্রয়োজন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:
অ. বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন সংশোধন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধান সাপেক্ষে ব্যাংক পরিচালকদের নিকট অর্পণ;
আ. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত নতুন পৃথক আইন প্রণয়ন এবং অন্যান্য ব্যাংক কোম্পানীর ন্যায় সার্বিক তত্ত্বাবধান ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অর্পণ;
ই. Bangladesh Banks Nationalisation Order, 1972 ও ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ - আইন সাপেক্ষে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন সংশোধন।
ইতোপূর্বে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে যখন কোম্পানিতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, তখন The Bangladesh Banks (Nationalization) Order, 1972 (President's Order) 26th March, 1972 এর সংশোধনের মাধ্যমে P.O 26 এ Article 27A সন্নিবেশিত করা হয় এবং তার আলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো চুক্তিবলে (Vendor's Agreement) ব্যাংকগুলোর সম্পূর্ণ অধিকার, দায়-দায়িত্ব, কার্যক্রম ***কোম্পানী আইন, ১৯৯৪*** এর অধীনে নিবন্ধিত নূতন ব্যাংকসমূহ বরাবরে শর্তানুযায়ী হস্তান্তর করার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।
এই সকল প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তরের ক্ষেত্রে তিনটি পন্থা বিবেচনা করা হয়েছে ÷

প্রথমত, বিদ্যমান সমবায় আইন, ২০০১ সংশোধনপূর্বক The Bangladesh Banks (Nationalization) Order, 1972 (President's Order) 26th March, 1972 এর Article 27A এর আলোকে চুক্তিবলে (Vendor's Agreement) সমবায় ব্যাংকের সম্পূর্ণ অধিকার, দায়-দায়িত্ব, কার্যক্রম ***কোম্পানী আইন, ১৯৯৪*** এর অধীনে নিবন্ধিত নূতন সমবায় ব্যাংক বরাবরে শর্তানুযায়ী হস্তান্তর করার মাধ্যমে কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা; অথবা,

দ্বিতীয়ত, সমবায় ব্যাংক সংক্রান্তে একটি পৃথক আইন প্রণয়নপূর্বক উক্ত আইনে The Bangladesh Banks (Nationalization) Order, 1972 (President's Order) Article 27A এর আলোকে নতুন ধারা সংযোজন করার মাধ্যমে বিদ্যমান সমবায় ব্যাংকের সম্পূর্ণ অধিকার, দায়-দায়িত্ব,

কার্যক্রম ***কোম্পানী আইন, ১৯৯৪*** এর অধীনে নিবন্ধিত নূতন সমবায় ব্যাংক বরাবরে শর্তানুযায়ী হস্তান্তর করার মাধ্যমে কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা; অথবা,

তৃতীয়ত, সমবায় ব্যাংক সংক্রান্ত একটি পৃথক আইন প্রণয়নপূর্বক একটি বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্টি ও স্থাপন করা ।

এই প্রেক্ষাপটে, প্রথমত, একজন বিশেষজ্ঞ একটি নতুন স্বতন্ত্র আইন দ্বারা ব্যাংকটি স্থাপন ও পরিচালনা করা যৌক্তিক মর্মে মতামত প্রদান করেছেন। কেননা, নতুন স্বতন্ত্র আইন দ্বারা সমবায়ের ধারণা এবং সংযোগ সমূহ ধারন করার যথেষ্ট ব্যবস্থা করা সম্ভব। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, The Bangladesh Banks (Nationalization) Order, 1972 (President's Order) Article 27A এর অনুরূপ আইনের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, 'সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা , ব্যাংক কোম্পানি আইনসহ অন্যান্য বিধানসমূহ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা যাবে'। তিনি তাঁর মতামতের সমর্থনে উল্লেখ করেন যে, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী ব্যাংকসহ কয়েকটি ব্যাংক গেজেট প্রজ্ঞাপনের বিধি রেখে স্বতন্ত্র আইন করেছে এবং ১৯৭২ সালের P.O 26 পরিহার করেছে।

স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের পরিবর্তে বিদ্যমান প্রচলিত সমবায় আইন, ২০০১ সংশোধনপূর্বক একটি নূতন ব্যাংক কোম্পানি স্থাপন করা সম্ভব কিনা এই সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের একজন প্রবীন বিজ্ঞ আইনজীবীর মতামত চাইলে তা সম্ভব বলে তিনি মতামত দেন।

আরও একজন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে একটি বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশের নিমিত্ত নতুন এবং পৃথক আইন দ্বারা ব্যাংকটি স্থাপন ও পরিচালনা করা যৌক্তিক মর্মে মতামত প্রদান করেছেন।

অন্য একজন বিশেষজ্ঞ গবেষক, বিদ্যমান সমবায় ব্যাংকের পুনর্গঠন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যাংকটির গুণগত উন্নয়ন অপরিহার্য মর্মে মতামত প্রদান করেছেন। তিনি মনে করেন যে কেবল বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন সংশোধন করে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে পূর্ণাঙ্গ বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সমবায় খাতের বহুমূখী সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে পুনর্গঠিত আকারে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই যৌক্তিক মর্মে মতামত প্রদান করেছেন।

সর্বশেষ বিশেষজ্ঞ মনে করেন, বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর কিছু পরিবর্তণের দ্বারা 'বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে' একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক করা যেতে পারে।

৫. তুলনামূলক আলোচনা:

'সমবায়' একটি উন্নয়ন দর্শন এবং আর্থ-সামাজিক আন্দোলনের পন্থা হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃত। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে এ আন্দোলন চলমান রয়েছে, যার আন্তর্জাতিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (International Cooperative Alliance- ICA) । বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমবায় খাতের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান সংক্রান্তে আইন প্রণয়ন করেছে। এসব দেশের সমবায় ব্যাংক সংক্রান্ত আইনগুলোর মধ্যে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা বিবেচনায় আইন কমিশন প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রণয়নকালে এশিয়া মহাদেশের ভারত, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, মালেয়শিয়া ও নেপালের আইনি পরিকাঠামো সীমিত আকারে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

i) ভারত:

ভারতে সমবায় ব্যাংক বিষয়ক প্রথম আইন " Banking Laws (Application to Cooperative Societies) Act প্রণয়ন করা হয় ১৯৬৫ সালে। উক্ত আইন প্রণয়নের পর একই বছরে Banking Regulation Act, 1949 সংশোধন করা হয় । Banking Regulation Act, 1949 এর সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত Part V অনুযায়ী সমবায় ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (Reserve Bank of India) ।

ii) শ্রীলঙ্কা:

শ্রীলঙ্কায় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক " Co-operative Rural Banks Federation Limited" নামে পরিচিত, যা ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ জনগণকে ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা সরবরাহের সুবিধার্থে সমবায় ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ব্যাংকটির আইনি পরিকাঠামো Co-Operative Societies Act no.5 of 1972 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

iii) ফিলিপাইন:

ফিলিপাইনের সমবায় ব্যাংক Co-Operative Rural Bank of Bulcan, Inc.(CRBBI) নামে পরিচিত। এই ব্যাংকটি ১৮০ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি সংগঠনের মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ ব্যাংকিং এবং সমবায় আন্দোলনকে সমন্বিতরূপে গতিশীল করার জন্য ব্যাংকটির অর্থনৈতিক নীতি ১৯৮৬ সালে সংস্কার করা হয়। সমবায় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ব্যাংকটির কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধায়ক। ব্যাংকটি সমবায় ভিত্তিক ব্যাংকিং পরিচালনা করলেও সমবায় সদস্যদের পাশাপাশি অসমবায়ী সদস্যদের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ক্রমশ সমবায় ভিত্তিক বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

iv) মালেয়শিয়া:

মালেয়শিয়ার ইসলামিক সমবায় ব্যাংকটি ' Bank Rakhyat' নামে পরিচিত। ব্যাংকটি ১৯৪৮ সালের সমবায় অধ্যাদেশের অধীন ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে Bank Kerjasama Rakhyat Berhad Act প্রণয়ন করা হয়, যা ব্যাংকটিকে সমবায় সদস্য এবং সমবায় ব্যতিরেকে যে কোন ব্যক্তির সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যাবলী পরিচালনা করার সুযোগ প্রদান করে। ব্যাংকটি উপ-আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। ব্যাংকটি ২০০৪ সাল হতে Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives and Consumerism এর নিয়ন্ত্রণাধীন।

v) নেপাল:

নেপালের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Nepal Rastra Bank) এর সুপারিশে সমবায় খাতের উন্নয়ন সহযোগিতায় ১৯৯২ সালে Co-Operative Act প্রণীত হয়। নেপাল সরকার পরবর্তীতে ২০০০ সালে উক্ত আইনটি সংশোধন করে।

২০০৩ সালে সকল প্রকার সমবায় ব্যাংকের সমন্বিত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে Nepal Co-Operative Bank Limited প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরি-উক্ত দেশগুলোতে শিক্ষাসফর করে তাদের সাথে সমবায় ব্যাংকের আইনি কাঠামো ও কার্যক্রম সংক্রান্তে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলে আইন কমিশনের প্রস্তাবিত খসড়াটি আরো সমৃদ্ধ হত । কিন্তু করোনা মহামারী সংকটের কারনে বর্তমানে তা সম্ভব হয় নাই।

৬. পর্যবেক্ষণ :

আইন কমিশন বিশেষজ্ঞদের মতামতসমূহ, অন্যান্য দেশের সমবায় ব্যাংক এর আইনি কাঠামো ও সাফল্য এবং সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে আইন কমিশনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

ক) সংবিধানের আলোকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী সমবায় কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টি বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ ব্যতিরেকে সম্ভব নয় ;

খ) ব্যাংকটির বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো, আর্থিক ও ব্যবস্থাপনার অবস্থা, মালিকানা সত্তা প্রভৃতি বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ বহুমুখীকরণ এর অনুকূল নয়;

গ) শুধুমাত্র বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন সংশোধন করে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এর বর্তমান সংকটময় অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয় ;

ঘ) সমবায় খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি সমবায় সমিতিকে অধিক কর্মক্ষম করে সমগ্র দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করার জন্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে একটি স্বয়ংসম্পূর্ন বিধিবদ্ধ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন;

ঙ) 'বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক' হিসেবে সংস্কার ও পুনর্গঠণের নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন ।

৭। সুপারিশ :

ব্যাংকের কার্যক্রমে সমবায় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এবং সমবায়ীদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রেখে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যায় সকল প্রকার ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমও পরিচালনা করা যেতে পারে, যা ব্যাংকটিকে সমবায় খাতের একটি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। সার্বিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে 'বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক' হিসেবে সংস্কার ও পুনর্গঠণের নিমিত্ত একটি নূতন সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে একটি খসড়া বিল প্রস্তুত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত/- ৩১.১২.২০২০
বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত/- ৩১.১২.২০২০
বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক আইন, ২০২১
(২০২১ সালের .....নং আইন)

যেহেতু, তহবিল সংস্থান ও অর্থায়নের মাধ্যমে শক্তিশালী সমবায় অবকাঠামো গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর সকল দায়-সম্পদ এর কর্তৃত্ব বহন করিয়া সমবায় খাতের সম্ভাবনাকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে শক্তিশালী গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে সমবায়ের মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিয়া একটি বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

১। (১) এই আইন "বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক আইন, ২০২১" নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।
(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-
(১) ' আর্থিক প্রতিষ্ঠান' অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন,১৯৯৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান;
(২) 'আর্থিক অপরাধ' বলিতে অর্থ বা আর্থিক বিষয় এবং সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধকে বুঝাইবে;
(৩) 'ঋণ' অর্থ ব্যাংক কর্তৃক কোন সমবায় সমিতি, সমবায় সমিতির সদস্যগণকে বা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত শর্তে প্রদেয় অর্থ বা সম্পদ যাহা উক্ত সমিতি, সদস্য, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের অনুকূলে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে;
(৪) 'চেয়ারম্যান' অর্থ এই আইনের ১২ ধারার অধীন বোর্ডের চেয়ারম্যান;
(৫) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
(৬) 'পরিবার' অর্থে কোন ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, পুত্র বধু, কন্যার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, নাতি-নাত্নি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল সকলেই অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) ‘পরিচালক’ অর্থ এই আইনের ১১ ধারার অধীন পরিচালনা বোর্ডের কোন পরিচালক;

(৮) ‘পল্লী এলাকা’ অর্থ কোন সিটি কর্পোরেশন, পৌর এলাকা বা সেনানিবাসের অন্তর্ভুক্ত নয় এইরূপ এলাকা;

(৯) ‘ব্যাংক’ অর্থ এই আইনের ৪ ধারার অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ;

(১০) ‘বাংলাদেশ ব্যাংক’ অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O NO. 127 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(১১) ‘ব্যাংক কোম্পানী আইন’’ অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন);

(১২) ‘বোর্ড’ অর্থ এই আইনের ১১ ধারার অধীন পরিচালনা বোর্ড;

(১৩) ‘বিধি’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৪) ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক’ অর্থ এই আইনের ১৩ ধারার অধীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(১৫) ‘সদস্য’ অর্থ নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সদস্য;

(১৬) ‘সমবায় সমিতি’ অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোন সমিতি;

(১৭) ‘শেয়ার হোল্ডার’ সরকার বা সরকার অনুমোদিত সংস্থা, নিবন্ধিত সমবায় সমিতি, যে বা যাহারা ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন।

আইনের প্রাধান্য ও অন্যান্য আইনের প্রযোজ্যতা

৩। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে;

২। (ক) সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকার ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন) এবং ব্যাংক পরিচালনা সংক্রান্ত আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনের সুনির্দিষ্ট বিধানসমূহ এই ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করিতে পারিবে; বা

(খ) অনুরূপ অন্য কোন আইনের কোন বিধান এই এই ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে বলিয়া নির্দেশ জারী করিলে উক্ত বিধানও এই ব্যাংকের ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে।

ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি

৪।(১) ব্যাংক একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধানাবলী

সাপেক্ষে, ইহার ব্যাংকিং কার্যক্রমসহ স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে ও উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে;

ব্যাখ্যা- "ব্যাংকিং কার্যক্রম" বলিতে ইহার ব্যবসা, প্রকল্প, স্কীম, সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, সঞ্চিত (রিজার্ভ) তহবিল, বিনিয়োগ ও আমানত এবং এর ঋণ, দায় ও এইরূপ বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাংকটি সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে, Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O NO. 127 of 1972) এর অধীন ব্যাংকটি তফসিলি ব্যাংক হিসেবে তালিকাভুক্ত করা যাইবে।

ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ইত্যাদি

৫। (১) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে, ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংখ্যক আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখা স্থাপন করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যাংকের ন্যূনতম ৫০% শাখা পল্লী এলাকায় স্থাপন করা হইবে।

অনুমোদিত মূলধন

৬। (১) ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন হইবে ১(এক) হাজার কোটি টাকা;

(২) অনুমোদিত মূলধন প্রতিটি ১০০০(এক হাজার) টাকার ১ (এক) কোটি সাধারণ শেয়ারে সমভাবে বিভক্ত হইবে;

(৩) সরকারের পুর্বানুমতিক্রমে ব্যাংক উহার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ মূল্যমান অপরিবর্তিত রাখিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

পরিশোধিত মূলধন

৭।(১) ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন হইবে চারশত কোটি টাকা, যাহা নিম্নবর্ণিত হারে পরিশোধিত হইবে, যথা:

(ক) ৪৯%, সরকার;

(খ) ৫১%, নিবন্ধিত সমবায় সমিতি।

(২) সরকার, বিভিন্ন সময়, ব্যাংকের পরিশোধিত শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবে, তবে উহা কোনভাবেই অনুমোদিত মূলধনের বেশী হইতে পারিবে না।

ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার

৮। (১) সমবায় আইন সাপেক্ষে যেকোন নিবন্ধিত সমবায় সমিতি ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার হইতে পারিবে।

(২) শেয়ার হোল্ডার হইতে হইলে কোন নিবন্ধিত সমিতিকে (২) উপ-ধারার এর অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে ব্যাংকের নিকটে আবেদন করিতে হইবে।

নিবন্ধিত শেয়ার হোল্ডার সমিতির তালিকা

৯। ব্যাংক ইহার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শেয়ার রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে।

পরিচালনা ও প্রশাসন

১০।(১) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, ব্যাংকের সাধারণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক সকল বিষয় একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ব্যাংক কর্তৃক কৃত বা সম্পাদিত হইতে পারে এইরূপ সকল ক্ষমতা বোর্ড প্রয়োগ এবং কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে;

(২) বোর্ড উহার কার্যাবলী সম্পাদনকালে ব্যাংকের বাণিজ্যিক বিষয়াদি বিবেচনা করিবে, তবে সাধারণভাবে কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, ক্ষুদ্র শিল্প এবং অনুরূপ অন্যান্য শিল্পে কার্যরত সমবায় সমিতির স্বার্থের প্রতি বিশেষ গুরুত্বসহকারে ব্যবসায়িক নীতিতে বোর্ড উহার কার্যাবলী সম্পাদন করিবে এবং নীতিগত প্রশ্নে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হইবে ও কোন বিষয় নীতিগত বা নীতিগত নয় সেইরূপ কোন প্রশ্ন দেখা দিলে উহাতে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(৩) প্রথম পরিচালনা বোর্ড গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সমবায় সমিতি আইন, বিধি ও উপআইন মোতাবেক অর্ন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি বোর্ডের যাবতীয় ক্ষমতা ব্যবহার ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

পরিচালনা বোর্ড গঠন

১১। নিম্নবর্ণিত পরিচালক সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(১) চেয়ারম্যান;

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মনোনীত ডেপুটি গভর্নর/ মহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(৩) অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থবিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন দুইজন কর্মকর্তা;

(৪) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(৫) বাংলাদেশ সমবায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(৬) ব্যাংকিং, হিসাববিজ্ঞান, কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি, মাইক্রো ফাইন্যান্স, ব্যবসা প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাদার জ্ঞান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(৭) শেয়ারহোল্ডার সমবায় সমিতি কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন নির্বাচিত ৭ (সাত) জন প্রতিনিধি;

(৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

চেয়ারম্যান

১২। (১) সরকার ব্যাংকের চেয়ারম্যান নিয়োগ করিবে।

(২) চেয়ারম্যানের পদ শূণ্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন পরিচালক চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১৩।

১৩। (১) ব্যাংকের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবে, যিনি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন;

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অন্যান্য শর্তসাপেক্ষে ন্যূনতম ২০ (কুড়ি) বৎসরের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা বা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কোন তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকে কর্মপরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূণ্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ব্যবস্থপনা পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূণ্য পদে নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে, বোর্ড কর্তৃক মনোনীত ব্যাংকের উর্দ্ধতন কোন কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

পরিচালকগণের মেয়াদ

১৪। (১) পরিচালকগণের কার্যকাল হইবে প্রতি মেয়াদে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যাংক-কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোন পরিচালক একাদিক্রমে ২ (দুই) মেয়াদের অধিক উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না;

(২) কোন পরিচালক (১) উপ-ধারা অনুসারে একাদিক্রমে ২(দুই) মেয়াদে পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী অন্তত ৩ (তিন) বৎসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যাংকের পরিচালক পদে পুনঃনির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

সাময়িক শূণ্যতা পূরণ

১৫। নির্বাচিত পরিচালকের পদে সাময়িক শূণ্যতা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে এবং যে ব্যক্তি উক্তরূপ শূণ্যতা পূরণের জন্য নির্বাচিত হইবেন, তিনি তাহার পূর্বসূরীর অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্বে বহাল থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, তিন মাস শূন্যতার জন্য পদ পূরণের প্রয়োজন হইবে না।

শূণ্যতা, ইত্যাদির কারণে কার্যধারা অবৈধ না হওয়া

১৬। বোর্ডে কোন শূণ্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন সিদ্ধান্ত, কার্য বা কার্যধারা শুধুমাত্র সেই কারণেই অবৈধ হইবে না।

পরিচালকগণের কার্যাবলী

১৭।(১) চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্যান্য পরিচালকগণ বোর্ড কর্তৃক অর্পিত বা বিধি, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) ব্যাংকের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও উহার পরিপালনের জন্য পরিচালনা বোর্ডের পরিচালকগণ দায়বদ্ধ থাকিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্যান্য পরিচালকগণ ব্যাংকের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থ নিশ্চিত করিয়া (`duty of care') তাহাদের কার্য করিবেন;

(৪) চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্যান্য পরিচালকগণ এর সহিত ব্যাংকের আস্থার সম্পর্ক (fiduciary) বিধায় ব্যাংকের স্বার্থে তাহারা তাহাদের কার্যসম্পাদন ও দায়িত্ব পালনে করিবেন (`duty of loyalty')।

(৫) কোন ব্যক্তি (২) ও (৩) ও (৪) উপ-ধারার বিধান লঙ্ঘণকারী হইলে সর্বোচ্চ ১ (এক) কোটি টাকার অর্থদণ্ড বা ৩ বৎসরের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

পদত্যাগ

১৮। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন পরিচালক সরকারের নিকট লিখিত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা নির্বাচিত পরিচালক চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার অথবা ক্ষেত্রমত, চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন পদত্যাগপত্র কার্যকর হইবে না।

পরিচালকের অযোগ্যতা

১৯। কোন ব্যক্তি পরিচালক হইবার বা পরিচালক থাকিবার যোগ্য হইবে না, যদি তিনি

(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-র তথ্যমতে খেলাপী হিসেবে গণ্য হন;

(২) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন;

(৩) অন্য কোন ব্যাংক কোম্পানি, বীমা কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হন;

(৪) বাংলাদেশের নাগরিক না হন বা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল হইলে;

(৫) অপ্রকৃতিস্থ সাব্যস্ত হন;

(৬) ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হন কিংবা প্রমাণিত জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত ছিলেন বা থাকিলে;

(৭) নাবালক হন;

(৮) কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলায় পক্ষ ছিলেন এবং আদালতের রায়ে তাহার সম্বন্ধে/ বিরুদ্ধে গুরুতর কোন বিরূপ পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য থাকে;

(৯) আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোন নিয়ামক সংস্থার বিধিমালা, প্রবিধান বা নিয়ামাচার লংঘনজনিত কারণে দণ্ডিত হন;

(১০) এমন কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন/থাকেন, যাহার নিবন্ধন বা লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হইয়াছে;

(১১) জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিষয় কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে বিচারধীন থাকেন কিংবা কোন জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অনিয়ম বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত মর্মে অন্য কোন নিয়ামক সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের তদন্তে দায়ী প্রমাণিত হন বা তাহার সম্পর্কে কোন বিরূপ পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য থাকিলে;

(১২) পরিবারের স্বার্থ আছে এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ বা খেলাপী হন কিংবা তাহার নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনিয়মিত ঋণ থাকিলে;

(১৩) সমবায়ীদের ক্ষেত্রে প্রচলিত সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক অযোগ্য হন।

পরিচালনা বোর্ডের সভা

২০। (১) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে;

(২) চেয়ারম্যান এবং ন্যূনতম ৬ (ছয়) জন পরিচালকের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে;

(৩) নির্বাচিত পরিচালকের পদ শূণ্য হইলে (২) উপ-ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালক নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান এবং সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অপর ৪ (চার) জন পরিচালকের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ বোর্ড ব্যাংকের কেবল দৈনন্দিন কার্যাবলী সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতীত বোর্ডের সভায় প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোট সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি নির্ণায়ক বা দ্বিতীয় ভোট(casting vote) প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে;

(৫) যে বিষয়ে পরিচালকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ রহিয়াছে সেই বোর্ড মিটিং এ তাহার অংশগ্রহণ বা সংশ্লিষ্টতা থাকিবে না;

(৬) যদি কোন কারণে চেয়ারম্যান বোর্ডের সভায় উপস্থিত হইতে অসমর্থ হন, সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত পরিচালকগণ সভাপতিত্ব করিবার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিচালকের মধ্য হইতে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিতে পারিবেন।

শেয়ার হোল্ডারদের ভোট

২১। ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারের একটি ভোট থাকিবে এবং ইহা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে প্রদান করা হইবে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর ব্যক্তিগতভাবে একটি করিয়া ভোট দেওয়া যাইবে।

উপকমিটি

২২। বোর্ড উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়োজন মনে করিলে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন এবং উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

ব্যাংকের কার্যাবলী

২৩। (১) সমবায় সমিতি, সমিতির সদস্যগণকে ও অন্য যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা দেওয়ার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ব্যবসাসহ ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে এবং নির্ধারিত মেয়াদ এবং শর্তসাপেক্ষে জামানতসহ বা ব্যতীত, নগদ বা বস্তুগত ঋণ প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি, সমবায় সমিতির সদস্যগণকে ঋণ প্রদানের মোট পরিমানের ন্যূনতম ৫০% প্রদান করিতে হইবে।

(২) ব্যাংক নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে, যথাঃ

ক) সুদসহ বা সুদ ব্যতিরেকে আমানত গ্রহণ বা অর্থ প্রদান, চেক, ড্রাফট পেমেন্ট অর্ডার ইস্যুকরণ, প্রত্যাহার করণ, শর্ত সাপেক্ষে আমানত বা অন্যভাবে অর্থ গ্রহণ;

খ) ব্যবসা পরিচালনার জন্য উহার সম্পদ বা অন্য কিছু জামানত রাখিয়া ঋণ গ্রহণ এবং প্রদান;

গ) স্বর্ণালংকার বা স্বর্ণপিন্ড জামানত রাখিয়া অগ্রিম প্রদান;

ঘ) যে কোন কনজুমার্স ক্রেডিট পরিচালনা করা;

ঙ) ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ এবং অগ্রিমের জামানত হিসাবে স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক (Mortgage), অস্থাবর সম্পত্তির পণ (pledge), দায়বন্ধক (hypothecation) বা স্বত্বনিয়োগ (assignment) গ্রহণ করা;

চ) ঋণ গ্রহণ, অর্থ গ্রহণ, যথাযথ আমানতের ভিত্তিতে টাকা ঋণ ও অগ্রিম দেওয়া, বিনিময় বিল, হুন্ডি, প্রতিশ্রুতিপত্র, কুপন, ড্রাফট, বহনপত্র (Way Bill), রেলওয়ে রশিদ, ওয়ারেন্ট সার্টিফিকেট, হস্তান্তর বা বিনিময়যোগ্য হউক বা না হউক এমন অন্যান্য দলিল, সম্পত্তি গ্রহণ করা, বিতরণ করা,ক্রয় করা, বিক্রয় করা ও সংগ্রহ করা এবং লেটার অব ক্রেডিট, ট্রাভেলার্স চেক, সার্কুলার নোট, বিদেশী ব্যাংক নোটসহ বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদন, ইস্যু ক্রয় ও বিক্রয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করা;

ছ) শেয়ার, দায়, সম্পত্তি নিদর্শনপত্র ও অন্যান্য দলিল গ্রহণ, ধারণ, কমিশন ভিত্তিতে প্রেরণ এবং উহাদের দায় গ্রহণ ও লেনদেন এবং শেয়ার স্ক্রিপ্ট ও অন্যান্য সম্পত্তি নিদর্শনপত্র ক্রয় ও বিক্রয় করা;

জ) ঋণ ও অগ্রিমের বন্দোবস্ত করা, স্ক্রিপ্ট ও মূল্যবান সামগ্রীর আমানত গ্রহণ বা উহাদিগকে নিরাপদ হেফাজত বা অন্যভাবে রাখিবার জন্য গ্রহণ;

ঝ) সর্ব প্রকার গ্যারান্টি ও ইনডেমনিটি ব্যবসা পরিচালনা করা;

ঞ) ক্রয়, ইজারা, বিনিময়, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন;

ট) ট্রাস্ট সম্পাদন এবং দায় পরিগ্রহণ করা এবং সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার ট্রাস্টি অথবা নির্বাহক হওয়া;

ঠ) উহার তহবিল সরকারি সিকিউরিটিতে খাটানো বা সরকারি বিধান বলে অন্য সরকারি ব্যাংক বা সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগকরণ;

ড) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের জন্য আনুষঙ্গিক ও সহায়ক অন্যান্য সকল বিষয় সম্পাদন;

ঢ) ঋণ গ্রহীতাগণকে সকল প্রকার বীমা সম্পর্কে সেবা প্রদান;

ণ) প্রচলিত বিধি-বিধান পালনক্রমে যে কোন প্রকার বা বৈশিষ্ট্যের মিউচুয়াল ফান্ড বা ইউনিট ট্রাস্ট গঠন, উন্নয়ন, জারিকরণ, সুসংগঠিতকরণ, ব্যবস্থাকরণ ও প্রশাসন এবং উক্তরূপ ফান্ড বা ট্রাস্টের শেয়ার, সার্টিফিকেট বা সিকিউরিটি অর্জন, অধিকারের রক্ষণ, বিক্রয়, প্রদান বা হস্তান্তরকরণ বা উহার লেনদেন;

ত) ঋণ গ্রহীতাগণকে ব্যবস্থাপনা, বিপণন, কারিগরি এবং প্রশাসনিক উপদেশ প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সেবা লাভের জন্য সহায়তা প্রদান;
থ) ব্যাংকের দাবীর সম্পূর্ণ বা আংশিক পূরণকল্পে যে কোন ভাবে ব্যাংকের দখলে আসা সকল স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা বিক্রয় লব্ধ অর্থ আদায় এবং ঐ সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যাহা ব্যাংকের নিকট জামানত বাবদ গচ্ছিত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ অর্জন রক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা।

অননুমোদিত ব্যবসা পরিচালনায় বিধি নিষেধ

২৪। ব্যাংক এই আইন দ্বারা বা ইহার অধীন অনুমোদিত ব্যবসা ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যবসা পরিচালনা বা তদসংক্রান্ত লেনদেন করিবে না।

পরিচালকদের ঋণ ও অগ্রিম

২৫। (১) সরকার মনোনীত পরিচালকগণ ব্যাংক হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) ব্যাংকের পরিচালক বা পরিচালকের আত্মীয় স্বজনের অনুকূলে প্রদেয় ঋণ, সুবিধা বা গ্যারান্টি বা জামানত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত এবং সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত এবং ব্যাংকের ব্যালেন্সসীটে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হইতে হইবেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত সর্বোচ্চ ঋণসীমার অতিরিক্ত কোন ঋণ ব্যাংকের পরিচালক বা পরিচালকের পরিবার এই ব্যাংক বা অপর কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গ্রহণ করিতে পারিবে না;
তবে, শর্তসাপেক্ষে পরিচালক বা পরিচালকের পরিবারের অনুকূলে প্রদেয় ঋণসুবিধার মোট পরিমান পরিচালকের প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির নামে ধারণকৃত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের ৫০% এর অধিক হইবে না।

(৩) উপরোক্ত (২) উপধারা প্রতিপালন সাপেক্ষে ব্যাংকের কোন পরিচালক বা পরিচালকের আত্মীয় স্বজনের অনুকূলে কিংবা যে সকল ব্যক্তি মালিকানাধীন বা যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রাইভেট বা পাবলিক লি: কোম্পানির সহিত ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ জড়িত আছে তাহাদের অনুকূলে ব্যাংক ঋণ, ঋণপত্র খোলা এবং পারফরমেন্স বন্ড, বিডবন্ড বা গ্যারান্টি জাতীয় সকল প্রকার সম্ভাব্য দায় হিসাবে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সর্বমোট ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার অনধিক ঋণ সুবিধা বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে প্রদান করা যাইবে এবং উক্ত ব্যাংক হইতে ক্যাশক্রেডিট, ওভারড্রাফট, প্লেজ, প্রিশিপমেন্ট ক্রেডিট, এলটিআর ইত্যাদি আকারে প্রদেয় প্রত্যক্ষ ঋণের পরিমাণ সর্বমোট ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অধিক হইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি লইতে হইবে;

(৪) কোন ঋণের বিপরীতে কোন পরিচালক কর্তৃক সুনির্দিষ্ট অংকের গ্যারান্টি প্রদান করা হইলে উক্ত পরিচালকের দায় ঐ পরিমানে সীমাবদ্ধ থাকিবে;

(৫) সকল পরিচালককে যৌথভাবে ব্যাংকের সর্বমোট প্রদেয় ঋণ তহবিলের ১০% এর অধিক ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না;

(৬) উপরোক্ত সকল পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট পরিচালক ব্যতীত অন্যান্য পরিচালকদের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালকের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে;

ব্যাখ্যা : এইক্ষেত্রে, পরিচালক বলিতে পরিচালকের স্বামী বা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাইবোন পুত্র বধু, কন্যার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, নাতি-নাত্নি এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালকের উপর নির্ভরশীল সকলেই অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ঋণ পরিশোধের পরিস্থিতি

২৬। ভিন্নরূপ কোন চুক্তি থাকা সত্বেও ব্যাংক উহার যে কোন দেনাদারকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ঋণের টাকা পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে যদি-

(১) তিনি সংশ্লিষ্ট ঋণ বা অগ্রিম মঞ্জুরীর কোন শর্ত ভঙ্গ করেন;

(২) ব্যাংক যুক্তিযুক্তভাবে এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তিনি তাহার ঋণ পরিশোধে অপারগ;

(৩) ব্যাংকের মতানুসারে ঋণ, অগ্রিম এর জন্য প্রদত্ত আবেদনে কোন মৌলিক বিষয়ে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে;

(৪) ঋণ, অগ্রিম বা পরিশোধের নিরাপত্তার জন্য বন্ধক বা দায়বদ্ধ রাখা সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ব্যাংকের মতানুসারে ২০% এর অধিক কমিয়া গেলে কিংবা ঋণ, অগ্রিম বা পরিশোধের নিরাপত্তার জন্য বন্ধক বা দায়বদ্ধ রাখা সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ব্যাংকের মতানুসারে অতিরিক্ত প্রদর্শণ করা হইলে এবং ক্ষেত্রমত, ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত জামানতের ব্যবস্থা না করা হইলে;

(৫) বন্ধকী বা দায়বন্ধ কোন সম্পত্তি ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট ইজারা বা ভাড়ায় দেওয়া হয় বা ঋণ, অগ্রিম বা ধার মঞ্জুর করার সময় উক্ত সম্পত্তি যে স্থানে ছিল সে স্থান হইতে সরাইয়া নেওয়া হইলে;

(৬) ব্যাংকের বিবেচনায় উহার স্বার্থ রক্ষার্থে অন্য কোন কারণ থাকিলে।

ব্যাংকের পাওনা আদায়

২৭। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যাংকের পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

সংরক্ষিত তহবিল

২৮। ব্যাংক একটি সংরক্ষিত তহবিল গঠন করিবে, যাহাতে ব্যাংকের বার্ষিক আয় হইতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ টাকা জমা হইবে।

লভ্যাংশ বিলি-বন্টন

২৯। ২৮ ধারার অধীন সংরক্ষিত তহবিলে জমা করিবার এবং পরিশোধ বন্ধ হইয়াছে বা উহা সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে এমন ঋণ, সম্পদের ঘাটতি এবং সচরাচর ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অনুরূপ অন্যান্য ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করিবার পর ব্যাংকের লভ্যাংশ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিলি-বন্টন করা যাইবে।

ক্ষমতা অর্পণ

৩০। বোর্ড, ব্যাংকের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিতকরণ এবং উহার দৈনন্দিন ব্যবসা পরিচালনা সুবিধাজনক করিবার উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য কোন পরিচালক বা ব্যাংকের কোন কর্মকর্তাকে শর্ত সাপেক্ষে উহার যে কোন দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।

হিসাব

৩১। ব্যাংক বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে দেশে প্রচলিত বিধিবিধান ও হিসাবমান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্থিরকৃত হিসাবমান পরিপালন করিবে।

নিরীক্ষা

৩২। (১) বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত দুইজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা ব্যাংকের হিসাব প্রত্যেক বৎসর নিরীক্ষিত হইবে;

(২) (১) উপ-ধারার অধীন নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে ব্যাংকের বার্ষিক স্থিতিপত্র ও অন্যান্য হিসাবের অনুলিপি প্রদান করা হইবে এবং তিনি তদ্‌সম্পর্কিত হিসাব ও ভাউচারসহ উহা পরীক্ষা করিবেন এবং ব্যাংক কর্তৃক রক্ষিত সকল হিসাব ও অন্যান্য বইয়ের একটি তালিকা তাহাকে প্রদান করা হইবে এবং তিনি যুক্তিসংগত সময়ে ব্যাংকের হিসাবের বহি ও দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে ব্যাংকের যে কোন পরিচালক বা কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন;

(৩) নিরীক্ষকগণ বার্ষিক স্থিতিপত্র ও হিসাব সম্পর্কে বোর্ডের নিকট প্রতিবেদন প্রদান করিবেন এবং তাহাদের মতে স্থিতিপত্রে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য রহিয়াছে কিনা এবং উহা ব্যাংকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সত্য ও যথাযথ চিত্র তুলিয়া ধরিবার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে কিনা এবং যদি তাহারা ব্যাংকের নিকট কোন ব্যাখ্যা বা তথ্য চাহিয়া থাকেন তাহা তাহাদেরকে দেওয়া হইয়াছে কিনা এবং উহা

সন্তোষজনক কিনা, এতদসংক্রান্ত সকল বিস্তারিত তথ্য তাহাদের রিপোর্টে উল্লেখ করিবেন;

(৪) বোর্ড, যে কোন সময় শেয়ার হোল্ডারগণ এবং ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতাগণের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলীর পর্যাপ্ততা সম্পর্কে বা ব্যাংকের বিষয়াবলী নিরীক্ষা পদ্ধতির পর্যাপ্ততা সম্পর্কে উহার নিকট প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নিরীক্ষকগণকে নির্দেশ, নিরীক্ষার পরিধি পরিবর্তন, নিরীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান বা যদি ব্যাংকের স্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে নিরীক্ষকগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

প্রতিবেদন

৩৩। (১) বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক ব্যাংক প্রতিবেদন ও বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পেশ করিবে;

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক (১) উপ-ধারার অধীন উক্তরূপ প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনান্তে সংশোধনমূলক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে;

(৩) ব্যাংক প্রত্যেক অর্থ বৎসরের শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, ৩২ ধারার অধীন নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত একটি হিসাব বিবরণীসহ উক্ত বৎসরের ব্যাংকের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন সরকার, নিবন্ধক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পেশ করিবে;

(৪) সমবায় ব্যাংক এর নিরীক্ষিত হিসাব এবং বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সরকার গেজেটে প্রকাশ করিবে এবং জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করিবে।

দন্ড

৩৪। (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন ঋণ বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা নেওয়া বা মঞ্জুর করানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বিবরণ প্রদান করিলে বা কাহাকেও মিথ্যা বিবরণ প্রদানে বা জামানত হিসাবে ব্যাংকে জমাকৃত দলিলে মিথ্যা বিবরণ রাখার সুযোগ প্রদান করিলে অনুর্ধ্ব এক বৎসরের কারাদন্ড বা এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন;

(২) যদি কোন ব্যক্তি কিংবা সমবায় সমিতি ব্যাংকের লিখিত সম্মতি ব্যতীত কোন প্রসপেক্টাস বা বিজ্ঞাপনে ব্যাংকের নাম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে অনধিক ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(৩) যদি কোন ব্যক্তি কিংবা সমবায় সমিতি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাংকের নিকট এমন কোন কিছু হস্তান্তর না করেন বা করিতে ব্যর্থ হন যাহা এই আইনের অধীন হস্তান্তর করিতে বাধ্য, তাহা হইলে অনধিক ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০(দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ	৩৫। ব্যাংক হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত উহার কোন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।
তথ্য সরবরাহ	৩৬। (১) ব্যাংকের কোন পরিচালক, কমিটির সদস্য বা কর্মচারী তাহার দায়িত্বের সহিত সম্পর্কিত না হইলে ব্যাংকের নিকট আর্থিক সুবিধার জন্য পেশকৃত কোন আবেদনের বিষয়বস্তু বা যে তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত সুবিধা মঞ্জুর করা হইয়াছে আবেদনে বর্ণিত সেই তথ্য সরবরাহ করিবে না। (২) কোন ব্যক্তি (১) উপ-ধারার বিধান ভঙ্গ করিলে অনূর্ধ্ব ছয় মাস করাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব পাঁচ হাজার টাকা অর্থ দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
অনধিকারভাবে ব্যাংকের নাম ব্যবহার	৩৭। কোন ব্যক্তি ব্যাংকের লিখিত সম্মতি গ্রহণ না করিয়া কোন প্রসপেকটাস বা বিজ্ঞপ্তিতে বা অন্য কোন প্রকারে উহার নাম ব্যবহার করিলে তিনি অনুর্ধ ছয় মাস করাদন্ড বা অনুর্দ্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
বিবিধ	৩৮। (১) এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে; (২) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিচালনা বোর্ড, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ	৩৯। (১) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পরেই/ কার্যকর হইলে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাক লিমিটেড এর যাবতীয় সম্পদ এই ব্যাংকে ন্যস্ত হইবে; (২) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এই আইন প্রবর্তনের/ কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে ইহার মালিকানা দখল বা নিয়ন্ত্রণে থাকা উহার সকল সম্পদ অধিকার ক্ষমতা কর্তৃত্ব ও সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং সরকার কর্তৃক ভিন্নতর নির্দেশ দেওয়া না হইলে উহার সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব এই ব্যাংকে অন্তর্ভুক্ত হইবে; (৩) এই আইনে ভিন্নতর বিধান না থাকিলে এবং সরকার কর্তৃক ভিন্নতর নির্দেশ দেওয়া না হইলে এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড যে সকল চুক্তি, এগ্রিমেন্ট, বন্ড, আমমোক্তারনামায় প্রাপ্ত হইয়াছে এই আইন প্রবর্তনের সাথে সাথে উহার স্থলে এই ব্যাংক পক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে যেন উক্ত সকল চুক্তি, এগ্রিমেন্ট, বন্ড, আমমোক্তারনামা ইত্যাদি এই ব্যাংক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছিল;

(৪) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে এবং সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ আদেশ না দেওয়া হইলে এই আইন প্রবর্তনের তারিখে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে যে সকল মামলা মোকদ্দমা চালু ছিল সেই সকল মামলা মোকদ্দমা এই ব্যাংক কর্তৃক অথবা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে;

(৫) এই আইন প্রবর্তনের পরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর সদস্য কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ইক্ষুচাষী সমবায় সমিতি ও সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাংকসমূহ স্বেচ্ছায় উহাদের সাধারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তাহাদের সকল দায় ও সম্পদসহ এই ব্যাংকের সহিত একীভূত হইতে পারিবে;

(৬) বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন এবং তদাধীন প্রণীত বিধির বিধানবলী কার্যকর থকিবে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, চাকুরীর শর্তাদি ও ক্ষতিপূরণ

৪০। (১) ব্যাংকের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিধিদ্বারা নির্ধারিত শর্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিকে ব্যাংকের চাকুরীর জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে;

(২) প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যতীত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি ব্যাংকে আত্মীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ আত্মীকরণের ক্ষেত্রে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ব্যাংকিং পদমর্যাদা অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে;

(৩) আপাতত বলবৎ কোন রোয়েদাদ বা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যাংক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যাংক ইহার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বেতন (বর্ধিত করিয়া বা কমাইয়া) এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি পরিবর্তন করিতে পারিবে, এবং যদি এইরূপ পরিবর্তন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে ব্যাংক স্থায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ছয় মাসের এবং অস্থায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তিন মাসের বেতনের সমান ক্ষতিপূরণসহ প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদান করিয়া চাকুরী হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

জনসেবক

৪১। ব্যাংকের প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারি তাহাদের স্বীয় দায়িত্ব পালনকালে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর ২১ ধারায় বর্ণিত Public servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাংকের অবসায়ন

৪২। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) এবং ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ (১৯৯১ সালের ১৪নং আইন) বা অনুরূপ অন্য কোন আইনে অবসায়ন

সম্পর্কিত যাহা কিছু থাকুক না কেন সরকারের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে ব্যাংকের অবসায়ন ঘটিবে না।

সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

৪৩। ব্যাংকের কোন পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

আনুগত্য ও গোপনীয়তা

৪৪। (১) ব্যাংকের প্রত্যেক পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাহার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ব্যাংক কর্তৃক বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যাংকের আনুগত্য ও গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণা প্রদান করিবেন।

(২) কোন পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী (১) উপধারার অধীন প্রদত্ত আনুগত্য ও গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড বা পঁচিশ হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ

৪৫। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে;

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

-০-